তথ্য ও গণসংযোগ বিভাগ
Information and Public Relations Division

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

প্রেস রিলিজ

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৬

বাউবিতে ‘একাডেমিক লেখালেখি: কপিরাইট, উন্মুক্ত শিক্ষাসামগ্রী (OER) ও চৌর্যবৃত্তি’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) আয়োজিত ‘একাডেমিক লেখালেখি: কপিরাইট, উন্মুক্ত শিক্ষাসামগ্রী (OER) ও চৌর্যবৃত্তি’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আজ সোমবার (২৯ জুন ২০২৬) সকাল ৯:০০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের শুধু পাঠদানেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; সৃজনশীলতা, গবেষণা, একাডেমিক সততা এবং মৌলিক চিন্তার বিকাশের মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। একাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গবেষণা ও লেখালেখিতে নৈতিকতা, কপিরাইট এবং মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, প্লেজিয়ারিজম ও কপিরাইট লঙ্ঘন একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত মর্যাদা, পেশাগত সুনাম এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই প্রত্যেক শিক্ষককে গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা, সততা এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নতুন ধারণা বিনিময়ের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম। পারস্পরিক শেখা, মতবিনিময় এবং গবেষণার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শক্তিশালী গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি তথ্যপ্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার, সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষণা ও প্রকাশনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সকল শিক্ষককে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জহির রায়হান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, বর্তমান জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের ভূমিকা আগের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত হয়েছে। কেবল শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান নয়, গবেষণা, একাডেমিক রাইটিং, উদ্ভাবন, ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স, কপিরাইট ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ এবং প্লেজিয়ারিজম প্রতিরোধ সম্পর্কে শিক্ষকদের সম্যক জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের প্রশিক্ষণ গবেষণার মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রকাশনা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান নিজ নিজ একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রমে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য রিসোর্স পারসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি)-এর বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ। তিনি ২০২৬ সালের প্যারাডাইম শিফট (আদর্শিক পরিবর্তন): অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ, খাঁটি মূল্যায়ন এবং "কপি-পেস্ট" সংস্কৃতি প্রতিরোধ, এআই-সমৃদ্ধ গবেষণা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ফাঁদ এড়ানো, উন্মুক্ত শিক্ষণপদ্ধতি (ওপেন পেডাগোজি): ওইআর (OER)-এর মাধ্যমে সম্পদের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা ও রক্ষণাত্মক প্রকাশনা: শিকারী জার্নাল (প্রেডেটরি জার্নাল) পরিহার এবং বৈশ্বিক সাইটেশন বৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুল, অনুষদ ও বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একাডেমিক লেখালেখির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় এ প্রশিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুলের ৩৩ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

মো: খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)